কলকাতা হাইকোর্ট

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতিঃ

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সিআরআর ১৯৩২

সঙ্গে

২০২২ সালের সিআরএএন ১

শ্রী দেবাশীষ বসাক

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী দেবাঙ্গন ভট্টাচার্য, শ্রী রঞ্জিত সিং।
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রীমতি সুজাতা দাস।
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	০৫.০৯.২০২৩
বিচারঃ	২৯.০৯.২০২৩

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল):</u>

১. বর্তমান সংশোধনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৪২০/৪০৬/৩৮৪/১২০খ/৩৪-এর অধীন অভিযোগের মামলা নং এসি-৫৯৫৩/১৯ হওয়ায় কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা পছন্দ করা হয়েছে, যা আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭ম বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন।

২. আবেদনকারীর মামলা হল যে এখানে আবেদনকারী আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক লিমিটেডের একজন এজেন্ট (পূর্বে মেসার্স ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত)। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালের কোম্পানি পিটিশন নং ৩৯২৫-এর ক্ষেত্রে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বাই বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ৬ই ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে **উক্ত মেসার্স ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং মেসার্স ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডকে মেসার্স আইডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের সাথে একীভূত করা হয়েছে।**

৩. কোম্পানির (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২৯ বিধি অনুসারে কোম্পানির ডেপুটি রেজিস্ট্রার ১২ই জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট জারি করেন এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারী কোম্পানির নাম সর্বশ্রী আইডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড থেকে মেসার্স আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক লিমিটেড এ পরিবর্তন করা হয়।

৪. আবেদনকারী বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক ফাইন্যান্স লিমিটেড (পূর্বে মেসার্স ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত) এ কর্মরত আছেন, যার ঠিকানা: কেআরএম টাওয়ার্স, ৭ম তলা, নং ১, হ্যারিংটন রোড, চেটপেট, চেন্নাই - ৬০০ ০৩১ এবং শাখা কার্যালয়: অ্যাপিজয় হাউস, ব্লক - বি, ৭ম তলা, ১৫, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট থানা, কলকাতা - ৭০০ ০১৬।

৫. অভিযোগ মামলা, নং এসি-৫৯৫৩/১৯, শুরু করা হয়েছে প্রকৃত অভিযোগকারী (অর্থাৎ, এখানে প্রতিপক্ষ নং ২) কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পিটিশনের ভিত্তিতে, যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪২০/৪০৬/৩৮৪/১২০বি/৩৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে, যা মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর এর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, হল: -

i) বিরোধী দলের নং ২, একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং মেসার্স ইউ. কে. ট্রেডার্স" *নামে এবং শৈলীতে মালিক হিসাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করেন, যার অফিস ১, তেরেট্টা বাজার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩-এ রয়েছে।*

ii) বিরোধী দল নং ২, ৫টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের নিবন্ধিত মালিক, ভবনটির উপরের তলায় অবস্থিত, ৪৯৪ নম্বর প্রাঙ্গণে অবস্থিত, তারাপদ সান্ত্রা সরণি, পি.ও. - ঠাকুরপুকুর, পি.এস. - হরিদেবপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা , এবং উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ৪ থেকে ৭ নং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে, তাদের বৈধ অ্যাটর্নির মাধ্যমে, অভিযুক্ত নং ৩-এর মাধ্যমে একটি নিবন্ধিত উন্নয়ন চুক্তি, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং ডিড অফ কনভেয়েন্সের মাধ্যমে ৯০,০০,০০০ টাকার মূল্যবান বিবেচ্য অর্থে ক্রয় করা হয়েছে এবং দলিলটি ২০১৮ সালের জন্য বেহালায় অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে, বই নং ১-এ যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

iii) যে উক্ত হস্তান্তর দলিলের নিবন্ধনের আগে, প্রতিপক্ষ নং ২ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত নং ৩, অভিযুক্ত নং ২ কোম্পানির মালিককে

৯০,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন, এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যমে অর্থ রসিদ দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে।

iv) আবেদনকারী নিজেকে ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের এজেন্ট হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তার কোম্পানির কাছ থেকে ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য বিপরীত পক্ষ নং ২-এর কাছে যান এবং প্ররোচিত করেন, অর্থাৎ ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড ***বিপরীত পক্ষের ২ নম্বরের ৫টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে।***

v) যে আবেদনকারী এবং তার কোম্পানি, অর্থাৎ ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর প্রলোভনের কারণে, প্রতিপক্ষ নং ২ ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে একটি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, প্রতিপক্ষ নং ২-এর উক্ত ৫টি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে, যার ঋণ হিসাব নং ১৭৬৯৯০৯১ (হাউজিং ফাইন্যান্স লোন) ছিল ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের এবং প্রতিপক্ষ নং ২ তার উল্লেখিত ঋণ সুবিধার জন্য প্রতি মাসে আনুমানিক ৬৯,০০,০০০/- টাকার প্রয়োজনীয় মাসিক ইএমআই পরিশোধ করেন আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত।

vi) এটি বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ও বেআইনিভাবে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর ৫টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের দখল নিজেদের হেফাজতে রেখেছিলেন এবং অভিযোগের তারিখ পর্যন্ত ২ নং বিপরীত পক্ষের কাছে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে ব্যর্থ এবং অবহেলা করা হয়েছে।

vii) আরও বলা হয়েছে যে, বিরোধী দল নং ২, দীর্ঘদিন ধরে এবং গত ২ বছর ধরে গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিলেন, বিরোধী দল নং ২ ডাঃ কে. সেনগুপ্তের চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যে প্রতিপক্ষ নং ২ বহুবার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড ও তার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছেন, যেন তাকে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত উক্ত ইএমআই পরিশোধের সময় দেওয়া হয় অন্তত ১০ বার, এবং সর্বশেষ ১৭.১২.২০১৯ তারিখে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুরোধ করেছেন, যেন প্রতিপক্ষ নং ২-এর ৫টি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটের খালি দখল হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে সহায়তা এবং উসকানি দিয়ে একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রচনা করেন এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রতিপক্ষ নং ২-এর কাছ থেকে ৬০,০০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবি করেন।

viii) যে সময় বিপক্ষ দল নং ২, তাদের অর্থ আদায়ের এই ধরনের অবৈধ দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তীব্র আপত্তি তোলে, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ২ নং বিরোধী পক্ষকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং আরও গুরুতর পরিণতির হুমকি দেয়।

ix) যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন দ্বারা, তারা ২ নং বিপরীত পক্ষকে গুরুতর কষ্ট, আর্থিক ক্ষতি, ক্ষতি, অসুবিধা, মানসিক যন্ত্রণা, যন্ত্রণা এবং আঘাতের মধ্যে ফেলেছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগের তাৎক্ষণিক আবেদন করা হয়েছে।

৭. আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী দেবাঙ্গন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, বিরোধী পক্ষ নং ২ নিজেই এসি ৫২৩৩/১৯ হওয়ার অভিযোগটি এড়িয়ে গেছে যে, তিনি বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কিং ও নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ এবং ব্যবসায়িক ঋণ সহ বেশ কয়েকটি ঋণ নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ই. এম. আই-এর পরিমাণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন। উপরন্তু, বিরোধী পক্ষ নং ২ নিজেই স্বীকার করেছে যে তিনি ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করেছেন, যা থেকে এটি স্পষ্ট হতে পারে যে বিরোধী পক্ষ নং ২, ঋণের পরিমাণ পরিশোধ থেকে বাঁচতে বিলম্বিত কৌশল ব্যবহার করছে এবং এর ফলে সে নিজের জন্য অসাধু লাভ করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, তাৎক্ষণিক কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইনের প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট অপব্যবহার এবং এইভাবে বাতিল করা যেতে পারে।

৮. এটি আরও বলা হয়েছে যে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করেছে কারণ সে ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের এজেন্ট কিন্তু ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডকে তাত্ক্ষণিক অভিযোগের পক্ষ হিসাবে তৈরি করেনি। *অনিতা হাডা বনাম গডফাদার ট্র্যাভেলস এবং ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড-এ*, মহামান্য শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংস্থাটি আইনী ব্যক্তি এবং তার নিজস্ব সম্মান রয়েছে এই বিষয়টি সম্পর্কে কেউ অবহেলা করতে পারে না। সংস্থাটিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত না করে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগকে সন্দেহজনক প্রকৃতির করে তোলে, কারণ আবেদনকারী সংস্থার নিছক এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতাতে নয়।

৯. সুতরাং বিতর্কিত কার্যধারা বিরক্তিকর এবং হয়রানিমূলক প্রকৃতির এবং তাই এটি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

১০. যথাযথ পরিষেবা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই।

১১. অভিযোগের আবেদনের ৫ ও ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ দুটি নিম্নরূপঃ-

i) যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নং ১ নিজেকে ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেন এবং অভিযোগকারীকে তার কোম্পানি ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করেন, ***অভিযোগকারীর উল্লিখিত ৫ (পাঁচ)টি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে****, যা ভবনের সর্বোচ্চ তলায় অবস্থিত, ঠিকানা: প্রাঙ্গন নং ৪৯৪, তারাপদ সান্ত্রা সরণি, পোষ্ট অফিস ঠাকুরপুকুর, থানা হরিদেবপুর, কলকাতা – ৭০০০৬৩, মৌজা - পূর্ব বরিশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, আরএস দাগ নং ১৭৮৮, খতিয়ান নং ৮০৯, যা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা, ওয়ার্ড নং ১২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত।*

ii) যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নং ১ এবং তার কোম্পানি ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের প্রলোভনের কারণে, অভিযোগকারী ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, তার উল্লিখিত ৫ (পাঁচ)টি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে, যা ভবনের সর্বোচ্চ তলায় অবস্থিত, ঠিকানা: প্রাঙ্গন নং ৪৯৪, তারাপদ সান্ত্রা সরণি, পোষ্ট অফিস ঠাকুরপুকুর, থানা হরিদেবপুর, কলকাতা – ৭০০০৬৩, মৌজা পূর্ব বরিশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, আরএস দাগ নং ১৭৮৮, খতিয়ান নং ৮০৯, যা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা, ওয়ার্ড নং ১২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। অভিযোগকারীর ঋণ নম্বর

১৭৬৯৯০৯১ (হাউজিং ফাইন্যান্স লোন) ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের, এবং অভিযোগকারী উক্ত ঋণ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় মাসিক ইএমআই আনুমানিক ৬৯,০০০/- (উনসত্তর হাজার টাকা) প্রতি মাসে ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত পরিশোধ করেছেন।

১২. স্বীকারযোগ্য যে, অভিযোগকারী বিতর্কিত সম্পত্তি বন্ধক রেখে আবেদনকারীর সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। ঋণ এখনও বকেয়া এবং বকেয়া রয়েছে, কারণ তা পরিশোধ করা হয়নি।

১৩. এইভাবে বিতর্কটি স্পষ্টভাবে একটি দেওয়ানি বিরোধ এবং অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই মামলায় প্রাথমিকভাবে উপস্থিত নেই।

১৪. সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি নজিরের মধ্যে অভিযোগকারীর দ্বারা কেবল অন্য পক্ষকে হয়রানি করার জন্য শুরু করা এই ধরনের কার্যধারাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কিছু রায় নিম্নরূপঃ-

ক) মেসার্স ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বনাম মেসার্স এনইপিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য, ২০০২ সালের আপিল (সিআরএল) ৮৩৪-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২০.০৭.২০০৬ এ (অনুচ্ছেদ ৮,৯,১০)।

খ) বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস এবং হোল্ডিংস, (২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৭৭) (অনুচ্ছেদ ৮৬)।

গ) মিতেশ কুমার জে. শা বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২৮৫) (অনুচ্ছেদ ৩৭,৪১,৪২)।

ঘ) আর নাগেন্দ্র যাদব বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ২০২২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৯০ (অনুচ্ছেদ ১৭)।

ঙ) দীপক গাবা এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন, ২০২২ সালের ২৩২৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৩২৮, ০২ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে (অনুচ্ছেদ ২১, ২৪)

১৫. এরপরে, স্বীকারযোগ্যভাবে আবেদনকারী অভিযোগকারীর কাছে তাঁর সংস্থা ক্যাপিটাল ফার্স্ট হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে ঋণ গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন, যা এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি।

১৬. সুপ্রিম কোর্ট **ডেলে ডি 'সুজা বনাম ভারত সরকার মামলায় ডেপুটি প্রধান লেবার কমিশনার (সি) এবং অন্য এর মাধ্যমে ২৯ অক্টোবর, ২০২১-এ ২০২০ এর এসএলপি (সিআরএল) নং ৩৯১৩-এ** বলেছিলঃ

> "২৭. *উপরের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও সংস্থা আইনজ্ঞ ব্যক্তি হওয়ায় তাকে কারারুদ্ধ করা যাবে না, তবে এটি নিজেই একটি জরিমানা সাপেক্ষে হতে পারে, যা একটি শাস্তি। প্রতিটি শাস্তির বিরূপ পরিণতি রয়েছে এবং তাই, কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা বাধ্যতামূলক। ব্যতিক্রমটি সম্ভবত তখনই হতে পারে যখন সংস্থার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায় বা সংবিধিবদ্ধ বারের কারণে মামলা করা যায় না। তবে, এই ধরনের ব্যতিক্রমগুলি বর্তমান মামলায় কোনও প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং, বর্তমান প্রসিকিউশনকে অবশ্যই এই কারণেও ব্যর্থ হতে হবে। "*

১৭. পরিশেষে, এটি বলা হয়েছে যে ধারা ২০২ সিআর.পি.সি. এর বাধ্যতামূলক বিধানটি প্রক্রিয়া জারি করার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মেনে চলা হয়নি।

১৮. আবেদনকারীর একমাত্র ঠিকানা হল ব্যাঙ্কশাল আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে আপীজয় হাউস, ১৫, পার্ক স্ট্রিট, ৭ তলা, ব্লক-বি, পুলিশ স্টেশন-পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।

১৯. আলিপুর আদালতে মামলাটি শুরু হয়েছে, অভিযোগকারী যে এখতিয়ারে থাকেন।

২০. ২৪.১২.২০১৯ তারিখের আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ-

আদেশ তারিখ

২৪.১২.২০১৯

রেকর্ডটি আবেদনের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়।

উত্তম কুমার চ্যাটার্জির প্রাথমিক জবানবন্দি, অভিযোগকারীকে এস. এ. ধারা ২০০ সিআর.পি.সি. এর অধীনে নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনা হয়েছে। রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিবেচনা করা হয়েছে।

এটি প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আই.পি.সি এর ৪২০/৪০৬/৩৮৪/১২০খ/৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য একটি প্রাথমিক বিচারযোগ্য মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা, ১) দেবাশিস বসাক, ২) মেসার্স এজি কনস্ট্রাকশন, ৩) সৌমেন চক্রবর্তী, ৪) অলোকে কুমার সিকদার, ৫) অরুণ কুমার সিকদার, ৬) কনিকা সরকার এবং ৭) গীতা বিশ্বাস যেমনটি আমার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একবারে প্রক্রিয়া জারি করুন।

অতএব, অভিযোগকারীকে অবিলম্বে রিকুইজিট ফাইল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এস. আর এবং উপস্থিতির জন্য ২৪.০৩.২০২০ পর্যন্ত।

আমার দ্বারা নির্দেশিত এবং সংশোধন করা হয়েছে।

এসডি-
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৭ নং কোর্ট,
আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২১. ২০১৮(৩) এআইসিএলআর ৬২৫ (ক্যাল.), এস. এস. বিনু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (ক্যাল.), এ আদালত বলেছেঃ-

"**১০০.** *সংক্ষেপে, পাঁচটি বিষয়ে বিজ্ঞ একক বিচারক দ্বারা প্রদত্ত রেফারেন্সের উত্তর নিম্নরূপঃ-*

I. আইনের স্থির নীতিমালা অনুযায়ী, ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ এর ধারা ১৯ এর মাধ্যমে দণ্ডবিধির ২০২ ধারার উপ-ধারা (১) এর সংশোধন করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসরত নিরীহ ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে প্রতারক ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আগে প্রেক্ষাপটে আইনসভার অভিপ্রায়ের দিকে তাকিয়ে অভিব্যক্তি "হবে", ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

II. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০২ এর উপ-ধারা (১) সংশোধনের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্যকে মাথায় রেখে, এবং ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ এর ধারা ১৯-এ উল্লেখিত অনুসন্ধানের প্রকৃতি অনুসারে, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব হলো দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ থেকে রক্ষা করা, যাতে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়রানি থেকে বাঁচতে পারেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে তিনি খতিয়ে দেখবেন, আইন অনুযায়ী তদন্ত করার জন্য ফৌজদারি আদালতের কোনো বিষয় আছে কি না, যা নির্ধারণ করতে অভিযোগকারী দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীদের পরীক্ষা করে তদন্ত করবেন অথবা একজন পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দেবেন, যেটি পূর্বে আলোচনায় এসেছে।

III. যখন কোনও অভিযুক্ত, যে ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের বাইরে বসবাস করেন, তার বিরুদ্ধে একজন মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে কোনও অনুসন্ধান না করেই সমন জারির আদেশ দেন, তখন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন, যাতে আপিল আদালতের প্রাথমিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন আদেশ দেওয়া যায়।

IV. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬৫- এ আন্ডারলাইন করা বিষয়টি মনে রেখে যে কোনও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে যদি ফৌজদারি কার্যধারার কোনও পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয় তবে তাকে অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে তার আপত্তি উত্থাপন করতে হবে। সংক্ষুব্ধ পক্ষের পক্ষ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে আপত্তি উত্থাপনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, পুরো বিচার শেষ হওয়ার পরে বা বিচারে অংশগ্রহণের পরেও পরবর্তী পর্যায়ে তাকে সেই দিকটির বিষয়ে শোনা যাবে না।

V. এন.আই.অ্যাক্ট-এর ১৪১ ধারার সঙ্গে পঠিত ১৩৮ ধারার অধীনে আসা মামলাগুলিতে,সংশ্লিষ্ট বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী কোনও অভিযুক্তকে সমন জারি করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটকে ২০২ (১) ধারার বিধানগুলিবাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে না।

২২. ধারা ২০২ সিআর.পি.সি. নিচে দেওয়া আছেঃ-

"২০২. প্রক্রিয়া জারি করা স্থগিত-

(১) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, তার কাছে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, যার বিষয়ে তিনি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অধিকৃত, বা যা তার কাছে ধারা ১৯২ এর অধীনে পাঠানো হয়েছে, তিনি যদি মনে করেন [এবং যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এখতিয়ারের বাইরের স্থানে বসবাস করেন, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই] অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যক্রম জারি করা স্থগিত করতে পারেন এবং হয় নিজে মামলা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন বা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন, যাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে কার্যক্রম চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না।

তবে শর্ত থাকে যে তদন্তের জন্য এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না,--

(ক) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ করা অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য; অথবা

(খ) যেখানে কোনও আদালত অভিযোগ করেনি, যদি না অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের (যদি থাকে) ২০০ ধারার অধীনে শপথের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি তদন্তে, ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন, শপথের উপর সাক্ষীদের প্রমাণ নিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যদি মনে হয় যে অভিযোগ করা অপরাধটি কেবল দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য, তবে তিনি অভিযোগকারীকে তাঁর সমস্ত সাক্ষীকে হাজির করার এবং শপথের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষা করার আহ্বান জানাবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যদি কোনও ব্যক্তি পুলিশ অফিসার না হয়ে তদন্ত করেন, তবে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ব্যতীত কোনও পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই কোড দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা তাঁর থাকবে।"

২৩. এই আদালত **বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস এবং হোল্ডিংস (২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৭৫,৮৭৬,৮৭৭)**-এর মামলার উপরও নির্ভর করে। ৯ই মে, ২০১৯ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ধারা ২০২ সিআর.পি.সি- এর বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং অনুষ্ঠিত হয়েছে নিম্নরূপ (প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি এখানে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে):-

> ***২৬.*** *ধারা ২০০ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে দায়ের করা অভিযোগ এবং ধারা ২০২ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে বিবেচনা করা তদন্ত এবং প্রক্রিয়া জারি করাঃ-ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০-এর অধীনে, কোনও ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ উপস্থাপনের পরে, ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের, যদি থাকে, পরীক্ষা করতে হবে। তারপরে, অভিযোগে করা অভিযোগগুলি পর্যালোচনার পরে, গুরুতর নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে অভিযোগকারীর বিবৃতি এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে এবং এই সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৪ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে বিবেচিত প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দিতে পারেন। ধারা ২০২ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়েছে কিনা এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।*
>
> ***২৭.*** *এই ধারার অধীনে তদন্তের পরিধি কেবলমাত্র অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার মধ্যে সীমাবদ্ধ যাতে নির্ধারণ করা যায় যে ধারা ২০৪ সিআর.পি.সি. এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা উচিত কিনা বা ধারা ২০৩ সিআর.পি.সি. ব্যবহার করে অভিযোগটি খারিজ করা উচিত কিনা। এই ভিত্তিতে যে অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, যদি থাকে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০২ এর অধীনে অনুসন্ধানের পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেট শুধুমাত্র অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ বা অভিযোগে বর্ণিত বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত প্রমাণ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, যাতে তিনি নিজে সন্তুষ্ট হতে পারেন যে*

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

***২৮.** ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ওমান বনাম বারাকারা আব্দুল আজিজ এবং আরেকজন (২০১৩) ২ এস. সি. সি ৪৮৮ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের পরিধি ব্যাখ্যা করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -*

"৯. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারায় অভিযোগ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ফৌজদারি আদালতের দ্বারা তদন্তের জন্য কোনও বিষয় রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই ধারার অধীনে তদন্তের পরিধি কেবল অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় খুঁজে বের করার জন্য সীমাবদ্ধ যাতে প্রক্রিয়া জারি করতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারার অধীনে তদন্ত ১৫৬ ধারায় বিবেচিত তদন্তের থেকে আলাদা কারণ এটি কেবল ম্যাজিস্ট্রেটকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে তার আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না। সুতরাং, ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের ২০২ ধারার অধীনে তদন্তের পরিধি অভিযোগের সত্যতা বা মিথ্যা প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ

(i) আদালতে অভিযোগকারী কর্তৃক উপস্থাপিত উপকরণের উপর;

(ii) প্রক্রিয়া ইস্যুর জন্য একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে; এবং

(iii) সম্পূর্ণরূপে অভিযোগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযুক্তের কোনও প্রতিরক্ষা ছাড়াই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

***২৯.** মেহমুদ উল রেহমান বনাম খাজির মোহাম্মদ টুন্ডা এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১২ এসসিসি ৪২০-এ, ধারা ২০২ সিআর.পি.সি এর অধীনে তদন্তের সুযোগ এবং প্রক্রিয়া জারি করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি বিবেচনা করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ আদেশ হয়েছে:-*

"২. অধ্যায় XV সিআর.পি.সি.." ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ "মোকাবেলার জন্য পরবর্তী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০

এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অপরাধ সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের, যদি থাকে, শপথের ওপর পরীক্ষা করবেন এবং উক্ত পরীক্ষার সারমর্ম লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত, যা অভিযোগকারী, সাক্ষীরা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে। ধারা ২০২-এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেট, যদি প্রয়োজন হয়, মামলাটি নিজে তদন্ত করার বা "কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না" সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যদি ২০০ সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতি এবং ২০২ সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে তদন্ত বা তদন্তের ফলাফল বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তবে তার কারণগুলি সংক্ষেপে রেকর্ড করার পরে অভিযোগটি খারিজ করা উচিত।

৩. অধ্যায় XVI সিআর.পি.সি. "ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারা শুরু" নিয়ে আলোচনা করে।যদি ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ করে, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকে, তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযুক্তের উপস্থিতির জন্য ধারা ২০৪ (১) সিআর.পি.সি. এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করতে হবে।

***৩০.** ভূষণ কুমার এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং আরেকজন (২০১২) ৫ এসসিসি ৪২৪-এ, জ্ঞান গ্রহণের প্রক্রিয়াতে মনের প্রয়োগের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার পুনরাবৃত্তি করে, এটি নিম্নরূপ আদেশ হয়েছিলঃ-*

১১. প্রধান এনফোর্সমেন্ট অফিসার বনাম ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০০৮) ২ এস. সি. সি. ৪৯২ (এস. সি. সি. পৃ. ৪৯৯, প্যারা ১৯)-এ এই আদালত "জ্ঞান" অভিব্যক্তিটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে "এর অর্থ কেবল 'সচেতন হওয়া' এবং যখন কোনও আদালত বা বিচারকের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি 'বিচারিকভাবে নোটিশ নেওয়া' বোঝায়। এটি সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যখন কোনও আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে কার্যধারা শুরু করার লক্ষ্যে কোনও অপরাধের বিচারিক নোটিশ নেন।" এটি কার্যধারা শুরু করার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস;

বরং এটি ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক দ্বারা কার্যধারা শুরু করার পূর্বশর্ত। মামলাগুলি ব্যক্তির নয়, বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। কোডের ১৯০ ধারার অধীনে, এটি বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগ যা অভিযোগ গঠন করে। এই পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে বিচারের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে কিনা এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা নয়। দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ কেবল বিচারের সময়ই নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তদন্তের পর্যায়ে নয়। যদি কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে কোডের ২০৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।"

৩১. *ধারা ২০২-এর সংশোধিত উপ-ধারা (১)-এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক যে, তার এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে, তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করার নির্দেশ দেবেন যা তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য।*

৩২. *সিআর.পি.সি. (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ দ্বারা, ২৩.০৬.২০০৬ থেকে কার্যকর হওয়া মূল আইনের ধারা ২০২ সিআর.পি.সি.-এ, উপ-ধারা (১)-এ, "... এবং, যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত তার এখতিয়ার প্রয়োগকারী এলাকার বাইরে কোনও জায়গায় বসবাস করছে"... শব্দগুলি ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর ধারা ১৯ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল। আইনসভার মতে, এই ধরনের সংশোধনী প্রয়োজনীয় ছিল কারণ তাদের হয়রানির জন্য দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংশোধনীর উদ্দেশ্য হল এটি নিশ্চিত করা যে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে হয়রানি করা হয় না যা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য তদন্ত করা বাধ্যতামূলক করে তোলে। ১৯ নং ধারার নোটগুলি নিম্নরূপঃ-*

"কেবল তাদের হয়রানি করার জন্য দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। নির্দোষ ব্যক্তিদের যেন অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি না করা হয় তা দেখার জন্য, এই প্রকরণটি

ধারা ২০২-এর উপ-ধারা (১) সংশোধন করতে চায় যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এটি বাধ্যতামূলক করা যায় যে তার এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেবেন যা তিনি উপযুক্ত মনে করেন, যাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি ছিল কি না তা খুঁজে বের করা যায়।

৩৩. *বিজয় ধানুকা এবং অন্যান্যরা বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি ৬৩৮-এর ২০২ ধারা সংশোধনের সুযোগ বিবেচনা করে, এটি নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছিলঃ-*

"১২...প্রথম দৃষ্টিতে "হবে" অভিব্যক্তির ব্যবহার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত বা তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। "শালা" শব্দটি সাধারণত বাধ্যতামূলক কিন্তু কখনও কখনও, প্রসঙ্গ বা অভিপ্রায় বিবেচনা করে, এটি ডিরেক্টরি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সমস্ত পরিস্থিতিতে "হবে" শব্দের ব্যবহার সিদ্ধান্তমূলক নয়। পূর্বোক্ত নীতিটি মাথায় রেখে, যখন আমরা আইনসভার উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটির উদ্দেশ্য হল মিথ্যা অভিযোগ থেকে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করা। অতএব, আমাদের মতে, "হবে" অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এবং যে পটভূমি এবং যে উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তাতে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আগে তদন্ত বা তদন্ত বাধ্যতামূলক। "যেহেতু সংশোধনীর লক্ষ্য আদালতের এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানি করা থেকে বিরত রাখা, তাই এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যে তদন্ত করা বাধ্যতামূলক। সংশোধনীর পিছনে উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য অভিজিৎ পাওয়ার বনাম হেমন্ত মধুকর নিম্বালকার এবং আরেকজন (২০১৭)

৩ এসসিসি ৫২৮ এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ওমান বনাম বারাকারা আবদুল আজিজ এবং আরেকজন (২০১৩) ২ এসসিসি ৪৮৮-এ এই আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল।

৩৪. *অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তাঁর মন প্রয়োগ করেছেন। সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মনের প্রকাশ দ্বারা মনের প্রয়োগ নির্দেশ করতে হবে। অভিযোগ মামলায় অভিযুক্তদের সমন জারি করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব বিবেচনা করে এবং মনের প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকঘর হিসাবে কাজ করবেন না, মেহমুদ ইউআই রেহমানের ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-"২২. ... ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে ধারা ২০৩ সিআর.পি.সি. এর অধীনে কথা বলার আদেশ পাস করা প্রয়োজন যখন অভিযোগ খারিজ করা হয় এবং তাও কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অন্য কথায়, ম্যাজিস্ট্রেট তার সামনে দায়ের করা প্রতিটি অভিযোগের বিচার গ্রহণ এবং অবশ্যই প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ডাকঘর হিসাবে কাজ করবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা জারি করা আদেশে যথেষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে যে তিনি সন্তুষ্ট যে অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে এবং যখন তা রেকর্ড করা বিবৃতিগুলির সাথে এবং ২০২ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে অনুসন্ধানের ফলাফল বা প্রতিবেদন সহ বিবেচনা করা হয়, যদি থাকে, তবে অভিযুক্ত ফৌজদারি আদালতের সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ২০৪ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে কার্যক্রম চালানোর ভিত্তি আছে, যা উপস্থিতির জন্য প্রক্রিয়া জারি করে। মনের প্রয়োগ তৃপ্তির উপর মনের প্রকাশ দ্বারা সর্বোত্তমভাবে প্রদর্শিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ১৯০/২০৪ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে বিচার করলে এমন কোনো ইঙ্গিত না থাকলে, ৪৮২ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে হাইকোর্ট ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য। . একজন আসামি হিসাবে ফৌজদারি আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ডাকা একটি গুরুতর বিষয় যা সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা, আত্মসম্মান এবং ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে। তাই ফৌজদারি আদালতের প্রক্রিয়াকে হয়রানির অস্ত্র করা যাবে না।"*

৩৫. *পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম স্পেশাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং বিষয়টি পরিচালনাকারী আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। অনুচ্ছেদ (২৮)-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ -*

"২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে চালু করা যায় না। এমন নয় যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে মাত্র দু 'জন সাক্ষী আনতে হবে। অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক ও ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণই পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের কাছে অভিযোগ ফিরিয়ে আনতে সফল হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে। এমন নয় যে, অভিযুক্তকে তলব করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক প্রমাণ নথিভুক্ত করার সময় নীরব দর্শক হয়ে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে নথিতে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হয় এবং এমনকি অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য প্রশ্ন করতে হয় এবং তারপর পরীক্ষা করতে হয় যে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে সমস্ত বা কোনও অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা।" যে নীতিটি একটি গুরুতর বিষয় অর্থাৎ ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা এবং অবশ্যই, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালু করা যায় না তা জি.এইচসিএল এমপ্লয়িজ স্টক অপশন ট্রাস্ট বনাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন লিমিটেড (২০১৩) ৪ এস. সি. সি ৫০৫এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

৩৬. *একজন আসামী হিসাবে ফৌজদারি আদালতে তলব করা/উপস্থাপিত হওয়া একটি গুরুতর*

বিষয় যা সমাজে একজনের মর্যাদা এবং সুনামকে প্রভাবিত করে। পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্তকে তলব করার ক্ষেত্রে এই ধরনের গুরুতর বিষয়ের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে, অভিযোগের অভিযোগগুলি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদান গঠন করে কিনা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মনের প্রয়োগ থাকতে হবে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বনাম সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা ১৯৯৩ এসইউপিপি (১) এস. সি. সি. ৪৯৯-এ বলা হয়েছিল যে প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা নিপীড়ন বা অপ্রয়োজনীয় হয়রানির হাতিয়ার করা উচিত নয়।

৩৭. অভিযুক্তদের প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে বিস্তারিত আদেশ রেকর্ড করার প্রয়োজন হয় না। তবে অভিযোগে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে প্রমাণের ভিত্তিতে,ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। জগদীশ রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৪৩২-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

"১০. ....অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়া একটি ম্যাজিস্ট্রেটের ডোমেনের মধ্যে একচেটিয়াভাবে একটি এলাকা। এই পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে বিচারকার্যের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা এবং দোষী সাব্যস্ত করার পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা। প্রমাণগুলি দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তা শুধুমাত্র বিচারের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তদন্তের পর্যায়ে নয়। অভিযুক্তকে প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে কারণ রেকর্ড করার প্রয়োজন নেই।"

***৫৬.** চন্দ্র দেব সিং বনাম প্রকাশ চন্দ্র বোস অ্যালিয়াস ছবি বোস এবং আরেকজন ক্ষেত্রে এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১৪৩০ এবং সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে ধার্য করা হয়েছে যে, ২০২ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হল ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য অভিযোগকারী দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণ পর্যালোচনা করা, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন যে অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য নয় এবং যে সেখানে যথেষ্ট*

প্রমাণ/উপকরণ রয়েছে, যা ম্যাজিস্ট্রেটকে ২০৪ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করতে পরিচালিত করে। ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব হল অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে এমন প্রতিটি সত্য প্রকাশ করা।

৬০..... যে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০২ সিআর.পি.সি. এর অধীনে তদন্ত পরিচালনা করছেন তার প্রমাণ সংগ্রহ এবং বিষয়টি পরীক্ষা করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আমরা সচেতন যে একবার ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করলে, দায়রা আদালত বা হাইকোর্টের পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের বিবেচনার পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাটি পরীক্ষা করা উচিত নয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিশদ তদন্ত বা মামলার যোগ্যতা/অসুবিধা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারবেন না। তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি প্রাথমিক মামলা করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে বলে নিজেকে সন্তুষ্ট করার আগে উপকরণগুলিতে মন প্রয়োগ করতে হবে।.....

৬১. ধারা ২০২ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল "কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা নির্ধারণ করা।" ধারা ২০২ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য অভিযোগের কোনও বৈধ ভিত্তি আছে কিনা বা এটি ভিত্তিহীন কিনা যার উপর কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য আইন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর একটি গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করে। প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা অভিযুক্তকে হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে তৈরি করা উচিত নয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে

ফৌজদারি মামলায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রক্রিয়া জারি করা একটি গুরুতর বিষয় এবং উপকরণগুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলির অভাব এবং উপকরণ সম্পর্কে মনোযোগ না দেওয়া একটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়াগত অস্বাভাবিকতা হিসাবে উপেক্ষা করা যায় না।.....”

২৪. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, তাঁর এখতিয়ারের **বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে** তলব করার আগে তিনি নিজেই এই মামলার তদন্ত করবেন অথবা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা সরাসরি তদন্ত করবেন।

২৫. বর্তমান মামলায় কেবলমাত্র অভিযোগকারীকে ধারা ২০২ সিআর.পি.সি. এর অধীনে কার্যকরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, যিনি বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত তথ্য/অপরাধ সম্পর্কে বলেছেন। **একমাত্র সাক্ষীর জবানবন্দি স্পষ্টভাবে লিখিত অভিযোগের দেওয়া বিবৃতিগুলির ক্ষেত্রে নয় এবং তাই তদন্তের অংশ নয়।** সুতরাং **বিজয় ধানুকা এবং অন্যান্য বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্য (উপরে)** মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, **০৫.০৩.২০১৯ তারিখের উক্ত আদেশ থেকে স্পষ্ট যে ধারা ২০২ সিআর.পি.সি. এর অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে কোনও তদন্ত করা হয়নি।**

২৬. ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০২ সিআর.পি.সি এর বিধান মেনে চলেননি, যদিও আবেদনকারীরা (জেলা কলকাতা) আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকেন (জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ))।

২৭. বর্তমান ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই মামলার কোনও তদন্ত পরিচালনা করেননি বা প্রক্রিয়াটি জারি করার নির্দেশ দেওয়ার আগে ২০২ সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দেননি এবং এইভাবে আদেশটি আইন অনুসারে নয়, এবং এইভাবে এটি আইনের প্রক্রিয়ার একটি অপব্যবহার।

২৮. রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য, ২০২২ লাইভ আইন (এসসি) ৯৯৩, ২০২২-এর ফৌজদারি আপিল নম্বর(এস). .....(২০২২-এর এসএলপি (সিআরএল) নম্বর(এস) ৩৯ থেকে উদ্ভূত), সুপ্রিম কোর্টের রায় হল:

"১৫. এই আদালত ৪৮২ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে উচ্চ আদালতের ক্ষমতার পরিধি এবং সুযোগ সম্পর্কে বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষেত্রে, ৩১শে মার্চ, ২০১৭ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ***ভিনীত কুমার ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৭) ১৩ এসসিসি ৩৬৯*** *মামলায় আলোচিত হয়েছে। উপরের রায়ের অনুচ্ছেদ ২২, ২৩ এবং ৪১ উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছিলঃ*

> *২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য, বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।*
>
> *২৩. এই আদালত বার বার সিআরপিসি ধারা ৪৮২ এর অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং ৪৮২ সিআরপিসি ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের অনুশীলন পরিচালনা করে এমন কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল. মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯ মামলায় রায় দিয়েছিল যে উচ্চ আদালত কোনও কার্যক্রম বাতিল করতে পারে যদি সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রমটি*

বাতিল করা প্রয়োজন। রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

'৭. এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট একটি কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন। আইন ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করা একটি স্বাস্থ্যকর জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি পঙ্গু প্রসিকিউশনের পিছনে আবৃত উদ্দেশ্য, প্রসিকিউশনের কাঠামো যে উপাদানের উপর নির্ভর করে তার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ন্যায়সঙ্গত করবে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে বিধানটি রাজ্য এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বাঁচাতে চায় তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে, সেই প্রধান এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।'

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ এসইউপিপি (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত কোনও বিভাগে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন এমন উপকরণ রয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে ফৌজদারি কার্যক্রমটি স্পষ্টতই কু-উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে এবং কোনও গোপন উদ্দেশ্যে মন্দভাবে শুরু করা হয়েছে, তখন উচ্চ আদালত ৪৮২ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না এবং কার্যক্রমটি বাতিল করবে এই ধরনের ক্ষেত্রে "বিভাগ ৭"-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমনটি

হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল (১৯৯২) এসইউপিপি (১) এস. সি. সি ৩৩৫ মামলায় উল্লেখিত হয়েছে, যার সারমর্ম হলো:

'১০২. (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা শুরু করা হয়।' উপরের বিভাগ ৭ বর্তমান মামলার তথ্যে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ এসইউপিপি (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এর রায়টি উল্লেখ করেছে তবে বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর আই. ও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।"

১৬. *সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত 'পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত নির্দেশিকা' সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত এমন অসংখ্য মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায়। এই আদালত* ***হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যান্য বনাম ভজন লাল ও অন্যান্য, ১৯৯২ এসইউপিপি (১) ৩৩৫*** *মামলায় অনুচ্ছেদ ১০২-এ নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:*

*"**১০২.** XIV অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে, যা আমরা উপরে বের করে নিয়েছি এবং পুনরুৎপাদন করেছি, আমরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।*

(১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি তাদের

অভিহিত মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

১৭. নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫ *মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।*

২৯. বর্তমান মামলাটি **ভজন লাল (উপরে)-এর অনুচ্ছেদ ১০২**-এর ১ম এবং ৩য় বিভাগের অধীনে পড়ে।

৩০. সুতরাং উপরের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়নি এবং কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে, কার্যধারা বাতিল হওয়ার যোগ্য।

৩১. ২০২০ সালের সিআরআর ১৯৩২ অনুমোদিত।

৩২. আবেদনকারী দেবাশীষ বসাকের বিরুদ্ধে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪২০/৪০৬/৩৮৪/১২০বি/৩৪ এর অধীনে অভিযোগ মামলা নং এসি-৫৯৫৩/১৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরের ৭ম বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন, এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩৩. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৪. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৫. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

৩৬. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal